Ninth Convocation held on April 30, 1975

শ্রী শঙ্কর প্রসাদ মিত্র *

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে আজ আমি আহুত।

সমাবর্তন উৎসব একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলক্ষে ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান এবং শিক্ষাজনিত বিভিন্ন সমস্যার অবতারণা করা সম্ভব হয়।

১৯৬২ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহে পশ্চিমবাংলায় স্থাপিত হয়েছে এবং পশ্চিমবাংলার শিক্ষাসমস্যার সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্বন্ধে সীমিত শক্তি অনুযায়ী কিছু ইঙ্গিত করছি। ১৯৬২ সালেই চৈনিক আক্রমণের ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হয়। তারপর ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে রাজা রামমোহনপুরের অতি সন্নিকটে বোমাবর্ষণ হওয়ায় পুনরায় বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৭ সালের পর নকশালবাড়ী আন্দোলনের সময় এই প্রাঙ্গন বিপর্যস্ত হয় যেহেতু নকশালবাড়ী এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থিতির জন্য একে এইসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক নয়।

উত্তরবঙ্গে উচ্চশিক্ষার এইটাই হল একমাত্র কেন্দ্র। তাই এর উন্নতি ও স্থায়িত্বের দিকে নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ভালমন্দ যাই এখানে ঘটুক না কেন, তার প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব সুদূর প্রসারী। এই সংস্থার পরিচালনায় একদিকে দৃঢ় নেতৃত্ব ও অপরদিকে সরকারী সাহায্য বিশেষমাত্রায় প্রয়োজন। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র অন্য একটি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য করা উচিত হবেনা, বরঞ্চ সীমান্ত অঞ্চল তথা সমগ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যাগুলি পর্য্যালোচনা করতে হবে।

* প্রধান বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় পড়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা। প্রত্যেকটি জেলাই তুলনামূলকভাবে শিল্পে ও শিক্ষায় অনুন্নত। দ্বিতীয়তঃ, তিনটি আন্ত র্জাতিক সীমারেখার অনতিদূরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান। তৃতীয়তঃ, হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলে যে জাতিগত ও ভাষাগত সংমিশ্রণ পরিস্ফুট, পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অংশে তা দৃষ্টিগোচর হয়না।

এই তিনটি মূল উপাদানের পটভূমিকায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমরা সকলেই জানি যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার অধিকাংশ কলেজই কলকাতা বা তার আশেপাশের কলেজের তুলনায় নিম্নমান। সুতরাং এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেক বেশী এবং কলেজগুলি সম্বন্ধে ব্যাপক ও সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই গ্রহণ করতে হয়। প্রাক-স্নাতক কলেজগুলির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল পরীক্ষার কেন্দ্ররূপে কাজ করলেই চলবে না, বরং সুষ্ঠু পরিদর্শন ও সঞ্চালন পদ্ধতির বিকাশসাধন করতে হবে। সম্প্রসারণ, অধ্যাপনা এবং সম্ভবত পরিদর্শক অধ্যাপক আমন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করে সুপরিকল্পিত কার্য্যক্রমের মাধ্যমে কলেজগুলির উন্নয়ন সাধন করতে হবে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গে দরিদ্র এবং শিক্ষায় অনুন্নত পরিবারের ও সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃত্তি ও উৎসাহদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ বা কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ সম্পর্কে আমরা সামান্য যে টুকু জানি তাতে মনে হয় যে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এসব প্রস্তাব সহানুভূতির সংগেই বিবেচনা করবেন।

দ্বিতীয়তঃ আমরা শুনেছি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে নানান বিষয়ে পুস্তক সম্বলিত বৃহৎ কোন পাঠাগার বা গ্রন্থাগার নেই। স্বভাবতই উত্তরবঙ্গের বৃত্তিধারী গবেষণারত ছাত্রছাত্রীদের বিলক্ষণ অসুবিধা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পাঠাগারটি নূতন এবং আয়তনেও ছোট। সুতরাং পাঠাগার সমস্যার সমাধানকল্পে একটা পরিকল্পনা যতশীঘ্র সম্ভব গ্রহণ করতে পারলে ছাত্র ও ছাত্রীরা খুবই উপকৃত হবেন।

তৃতীয়তঃ, এই বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম। তিনটি আন্ত র্জাতিক সীমারেখার সন্নিকটে অবস্থিত বলে এই অঞ্চলের জনসম্পদ ও বস্তুসম্পদ সম্পর্কে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার জন্যে দীর্ঘমেয়াদী কার্য্যক্রম একান্ত আবশ্যক। সে গবেষণা শুধু শিক্ষার দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, রাষ্ট্রনীতির সঠিক প্রবর্ত্তন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা চলেনা।

বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির বিচিত্র সংমিশ্রণের ফলে সমুদয় অঞ্চলটি সমাজ বিজ্ঞান ও

নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের পীঠভূমি। তাছাড়া, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাংস্কৃতিক প্রভাব এই অঞ্চলে কতখানি প্রসারিত হয়েছে সে বিষয়েও অনুসন্ধান করলে ভারতীয় সংস্কৃতির এক নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হবে আমাদের কাছে।

উত্তর বঙ্গের অর্থনৈতিক জীবন গত কয়েক দশক ধরে কৃষিভিত্তিক ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। সেই জীবন আজ দ্রুত পরিবর্ত্তনের মুখে। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবর্ত্তন সমাজে কিছুটা দাপ ও ক্লেশ সৃষ্টি করে। সেই কারনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণার দীর্ঘকালীন কর্ম্মসূচীর প্রয়োজন দেখা দিকয়েছে।

তারপর উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক গঠন, বিশেষতঃ এর বনজঙ্গল 'গাছ-গাছড়া ও জীবন এবং অতি উচ্চস্থানে বসবাস হেতু দৈহিক ও শরীরবৃত্তিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যাবলী গবেষণার পক্ষে চিত্তাকর্ষক। এগুলির গুরুত্ব যেমন শিক্ষার দিক থেকে বিচার করতে হবে তেমনি রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা ও উত্তরাঞ্চলের সম্পদের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সদ্ব্যবহারের দিক থেকেও বিচারসাপেক্ষ। আমাদের দেশের প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকরাপ্রয়াই বলেন যে এখানকার উদ্ভিদজগতের সুযোগ নিয়ে দেশবিদেশে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নই। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। অনকেদিন আগে দার্জ্জিলিং বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষের কাছে শুনেছিলুম যে হিমালয়েরorchid কে ভেষজবিজ্ঞানের কাজে ব্যবহার করলে অসংখ্য মানুষের উপকার সাধন করা যাবে।

আশাকরি দীর্ঘমেয়াদী কর্ম্মসূচীর অংশ হিসাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে দু'টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হবে। একটি সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ও অপরটি জীববিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র। আমি আরও আশাকরি যে, এই দুইটি কেন্দ্রে স্থানীয় প্রতিভার এবং অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিভার সমন্বিত প্রচেষ্টায় গবেষণার ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূত্রপাত ঘটানো সম্ভব হবে।

এতক্ষন আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কয়েকটি সমস্যার কথা আপনাদের কাছে উল্লেখ করলুম। আমি শিক্ষাজগতের মানুষ নই এবং কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে যদিও কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছিলাম। সুতরাং আমার বক্তব্যে ভুলত্রুটি থাকলে আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

শিক্ষাজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কয়েকটি স্কুল কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার ফলে দেশের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞান আমার আছে। তাছাড়া, যুব ও ছাত্রসমাজের সঙ্গে

যোগাযোগ রক্ষা করে চলারও আমি কিছুটা চেষ্টা করি। আমাদের ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্রের যে সংখ্যা দেখেছিলুম তার তুলনায় বর্ত্তমানের অবস্থা দেখে নিরাশ হবার কিছু নেই। তাছাড়া আজকের যুগের ছাত্রছাত্রীরা দেশবিদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন, তাও আমরা জানি। কিন্তু সাধারণ ভাবে শিক্ষার মান যে নেমে আসছে এ কথা অস্বীকার করা চলেনা। তাছাড়া চরিত্র গঠন ও জ্ঞানানুসন্ধান শিক্ষার আদর্শ হিসাবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। সহিষ্ণুতা, অন্ত দৃষ্টি, সামাজিক বোধ এবং বিচারবুদ্ধি ব্যতিরেকে কখনই উন্নতি সম্ভব নয় ব্যক্তি অথবা ব্যষ্টির। দেশের তীব্র দারিদ্র ও অর্থনৈতিক সমস্যাহেতু মানবতাবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছেন। শিক্ষকদের মধ্যে প্রজ্ঞা, স্নেহ ও সেবার সমন্বয়ের অভাব দেখা যাচ্ছে। ছাত্রদের মধ্যে বিনয় ও অনুসন্ধিৎসা অনুপস্থিত। পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষা প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। গণ টোকাটুকি, পরীক্ষাকেন্দ্রে চরম অরাজকতা, পাঠ্যবিষয়ের প্রতি চরম অবহেলা প্রভৃতি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারছে না। এইসব ঘটনাবলী আমাদের মত নগণ্য সাধারণ মানুষকেও চিন্তিত ও বিচলিত করে তুলছে। যে পরীক্ষা বাজারের নোটবুক উদ্‌গীরণ অতবা বই থেকে টোকার উপর নির্ভরশীল, যে পরীক্ষায় মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দেওয়ার বিশেষ সুযোগ নেই সে পরীক্ষা চালু রাখার আর প্রয়োজন আছে কিনা শিক্ষাবিদরা বিবেচনা করে দেখবেন। প্রশ্ন পত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও এসব ঘটনা ঘট্‌ছে। গত মার্চ্চ মাসে ইস্রায়েলে প্রশ্ন পত্র ছাপা বন্ধ ক'রে আকাশবাণী মারফৎ প্রশ্ন পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। শোনা যায় এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় পরীক্ষা ক্ষেত্রের অন্ততঃ একটা দুর্নীতি কিছুটা আয়ত্তে এসেছে।

সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীকে সরাসরি জানিয়েছেন যে পরীক্ষার হলে ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হোক। প্রস্তাবটি উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। কারণ প্রশ্ন পত্র এমনভাবে রচনা করা সম্ভব যে ভাল পড়া না থাকলে পাঠ্যপুস্তক হাতে নিয়েও পরীক্ষার হলে বসে উত্তর লেখা সম্ভব হবে না।

তাছাড়া চাক্‌রীর ক্ষেত্রে ডিগ্রীর মূল্য কমিয়ে দিয়ে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার প্রর্বতন করতে পারলে গণটোকাটুকি নিষ্প্রয়োজন ব'লে বিবেচিত হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

মোটকথা শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ ও চেতনার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এই সঙ্কট থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে সাধারণ নাগরিক হিসাবে শিক্ষাবিদদের সানুনয় অনুরোধ করি। অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং এখনও কতকগুলির সঙ্গে আছি। এইসব সমিতিগুলির সভায় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ

সুবিধা নিয়ে আলোচনা করতেই সময়টা কেটে যায়। শিক্ষার মানের উন্নতি সাধনে কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে চেষ্টা ক'রেও আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে অনেক ক্ষেত্রেই পারিনি।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ Zimmerin বলেছিলেন, "The malleable metal of the pupil is to be worked into the pattern of the model teacher. As for the life and morals of the Guru himself, it is required that there should be, identity - as absolute, point- for point correspondence - between his teachings and his way of life." এই আদর্শে উপনীত হওয়া সুকঠিন বিশেষতঃ আজকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। তবুও দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে দুর্গম পথ অতিক্রমের চেষ্টা থেকে বিরত থাক্‌লে চলবে না।

শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠলেই আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের বিভিন্ন মণীষিরা শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব কথা চিন্তা করেছিলেন সেই সব কথা। তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ ও বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্বরণীয়। সর্ব্বোপরি মহাত্মা গান্ধীর basic education বা নঈ তালিম পরিকল্পনার কথাও আমরা জানি।

এইসব মনীষিদের শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত রচনাবলী পাঠ করে আমরা কয়েকটি মৌলিক নীতি বা তথ্য আবিষ্কার করি। সেই তথ্যগুলির পুনরুল্লেখ অসঙ্গত বা অ প্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমতঃ তাঁরা ভেবেছিলেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান— স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়— সম্পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রনমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী অর্থ শিক্ষাক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে এবং ব্যয়ের হিসাব সরকারকে সন্দেহাতীতরূপে বুঝিয়েও দিতে হবে। কিন্তু সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন চেষ্টা করবেন না। বিচার বিভাগের মত শিক্ষা বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন না রাখলে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা চেয়েছিলেন যে, শিক্ষা হবে জীবনভিত্তিক ও বাস্তবমুখী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা ও উৎপাদনের সমন্বিত আদর্শ অনুসৃত হবে যাতে করে শিক্ষিত যুবক শিক্ষান্তে তর সমগ্র ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন না দেখে। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক কর্মকুশলতাও অর্জন করতে হবে শিক্ষার্থীকে এবং সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত নিয়োগ করতে হবে Job-based Education, youth-based production এর আওয়াজ তাঁরা অনেকদিন আগেই তুলে গিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষাব্যবস্থাকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অনুগামী করে তুলতে হবে। প্রাচ্যের প্রজ্ঞা ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করতে হবে শিক্ষাব্যবস্থায়। বিদ্যাসাগরের যুগে ডিরোজিও পন্থীরা অতীতকে পরিপূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করলেন। তাঁদের বিরোধীরা পৌরাণিক আদর্শগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করলেন। প্রাচীন এবং আধুনিকের সংঘর্ষ মেটাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব চিরস্মরণীয়। তিনি শিক্ষাকে প্রধানত তিনটি ভিত্তির উপর স্থাপন করলেন। প্রথম হ'ল সহজ সরল প্রকৃত সংস্কৃত শিক্ষা। দ্বিতীয় হ'ল মাতৃভাষার সমৃদ্ধি ও বিকাশ এবং তৃতীয় হ'ল পাশ্চাত্য জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন। বিবেকান্দ বললেন ইউরোপের কাছে আমাদের শিখতে হবে বহিঃ প্রকৃতির জয় আর ইউরোপ আমাদের কাছে শিখবে আন্তঃ প্রকৃতির জয়। রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ— "আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমগ্র জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোক - তরঙ্গ আমাদের চিত্তকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে — জ্ঞান সামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল। এখন সময় আসিয়াছে আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্ত্তী এই মেলায় আমরা বালকের মত হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবনা সময় আসিয়াছে যখন **ভারতবর্ষের** মন লইয়া এই সকল নানা স্থারে বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব। আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিত্তক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে। সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভান্ডারে নানান নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে।"

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষাবিদ জেমস্ পারকিন্স্ সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঁচটি সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলিকে তিনি বলেছেন crisis of numbers, crisis of finance or costs, crisis of relevance, crisis of priorities and crisis of scepticism । এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করার সময় আজ নেই তবে অল্পবিস্তর আমাদের দেশের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই এইসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি যে সব আদর্শের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো অনুসরণ করলে এবং উচ্চ শিক্ষায় আস্পৃহাহীন ছাত্রছাত্রীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গৃহিত হ'লে অনেকগুলি বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পেতে পারি আমরা।

পশ্চিমে আজ গবেষণা চলছে student power নিয়ে। ছাত্রদের থাকবে বৃহত্তর রাজনীতিবোধ ও সমাজচেতনা — এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু রাজনীতির সংজ্ঞা সংকীর্ণ হলে চলবেনা। সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা বললে সন্দেহ হয় কজন ছাত্র মার্কস্, এঙ্গেল্স্, লেনিন, ষ্ট্যালিন, ট্রটস্কি

মাও সে তুং, অরবিন্দ, গান্ধী, নেহেরু বা নেতাজীর আদর্শ আলোচনা করেন। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু রাজনৈতিক শ্লোগানের বাইরে এ সবের তাৎপর্য্য কতটুকু। দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে আরোহণ করে আজ আমাদের ছাত্রশক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাদের মধ্যে দেশের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রয়োজন মেটাবার মত আদর্শ ও চেতনা সঞ্চার করতে হবে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে যুগোপযোগী করে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে হবে। অপরিচিতের ঔদাসীন্য নয় আত্মীয়ের স্নেহ নিয়ে তাদের কাছে আমরা যাব, দেখবো তাদের আপাত রুক্ষতার সঙ্গে রয়েছে কমনীয়তা এবং তাদের কঠোরতার মধ্যে রয়েছে বঞ্চনাবোধ।

কয়েক হাজার বছরের বিবর্ত্তনে গড়ে উঠেছে আমাদের সভ্যতা, যার বৈশিষ্ট্য হ'ল — Continuity। প্রাচীন মিশরের সভ্যতা বহু আগে লুপ্ত হয়েছে, রোম গ্রীসের সভ্যতা ও অন্যান্য বহু সভ্যতা স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা আজও অক্ষুন্ন। নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক জর্জ্জরিত ও অপমানিত প্রুসিয়ার নবজন্মে সাহায্য করেছিল হ্যামবোল্টের শিক্ষাসংস্কার। অবাস্তব আশা ও সীমাহীন নৈরাশ্য থেকে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদরা ছাত্রসমাজকে উদ্ধার করে উন্মুক্ত আলোর প্রাঙ্গণে নিয়ে আসুন, এই প্রার্থনা জানাই।

যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হতে চলেছেন, তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাঁদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে জানি। কিন্তু যুব ও তরুণ সমাজের চিন্তা ভাবনা, নিরীক্ষণ, গবেষণা ও অক্লান্ত কর্ম্মযোগের উপর এই দেশের অর্থনৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাঁরা আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করুন, মানবের জ্ঞানভান্ডারে অভিনব ও মৌলিক জ্ঞান সংযোজনে সক্ষম হ'ন, সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সঙ্ঘবদ্ধতা, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমে তাঁদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন সাফল্যে ও সার্থকতায় বিকশিত হ'ক।

৩০/৪/৭৫